

[#অপপ্রচারের জবাব।](#)

অনলাইনে একটি বিষয় নিয়ে খুব ভোলপাড় দেখলাম।

সত্য বলতে পার্ঠকবৃন্দ,আমি এই পোস্টটি দেখার পর প্রচুর পরিমাণে হেসেছি। আমার একটুকুও রাগ হয়নি। বরং মূর্খতা দেখেই হেসেছি।

তো যাইহোক,আমি আজ এইসব কথা নিয়েই আলোচনা করবো। তবে আমি আমার ধর্ম নিয়ে আলোচনা করবো; ইসলাম ধর্ম নিয়ে কিছু বলবো না; কারণ তাদের জ্ঞান কতটুকু তা এই পোস্টের ফটোর পার্থক্য দেখলেই বোঝা যায়।

আলোচনা শুরু করলাম।

ওঁ নমঃ শিবায়ঃ

*৫নাম্বার পার্থক্যতে দেখিয়েছে,"হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ হলো মানব রচিত"।

পার্থক্যকারী হয়তঃ জানে না যে,আমাদের ধর্মের নাম "সনাতনধর্ম"; হিন্দুধর্ম একটি উপজাতির নাম মাত্র। হিন্দু ধর্ম নয়; সনাতন হচ্ছে ধর্ম। এটা এমইনি ধর্ম,যা মানুষের মন থেকে সরাসরি তৈরি; মানুষের নিজের গুণ থেকে সরাসরি তৈরি।

ধর্ম মানে হচ্ছে গুণ বা বৈশিষ্ট্য, আবার কোনো ব্যক্তি বা বস্তু তার নিজের সত্তায় যা ধারণ করে বা বিশ্বাস করে সেটাও তার ধর্ম। যেমন আগুনের ধর্ম পোড়ানো, জলের ধর্ম ভেজানো; আবার আগুনের ধর্ম উর্ধ্বগামী অর্থাৎ আগুন জ্বললে তার শিখা উপরের দিকে উঠবে এবং জলের ধর্ম নিম্নগামী অর্থাৎ জল সব সময় প্রাকৃতিক নিয়মে নিচের দিকে নামবে। এইভাবে প্রকৃতির সৃষ্ট প্রত্যেকটা বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম আছে, যেটা প্রকৃতি ই তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছে, কোনো মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় তাদের এই স্বাভাবিক ধর্মের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং তাদের কিছু যাবে ও আসবে না।

সিন্ধুসভ্যতা বা আর্যসভ্যতা, যে সভ্যতা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা এবং যে সভ্যতার লোকজন এখনও টিকে আছে হিন্দু নামসহ, মান সম্মান নিয়ে এবং মাথা উঁচু করে।।

পৃথিবীতে পাখি সৃষ্টি হওয়ার পর যেমন পাখির ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়েছে, তেমনি এটাও তো স্বাভাবিক যে, মানুষ যখন বুদ্ধিমান হয়ে সভ্যতা নির্মাণ করেছে, তখনই সেই সভ্যতা অনুযায়ী তাদের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়েছে, এই ভাবেই সনাতন মানব ধর্মের আবির্ভাব বা সৃষ্টি, যে ধর্মের বিধি বিধান রচিত বা সংকলিত হয়েছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পুষ্ট মুনি-ঋষিদের দ্বারা, তাই সনাতন মানব ধর্মের কোনো একক প্রবক্তা নেই; কারণ, এই ধর্ম প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত বলে প্রাকৃতিক। আর যা কিছু প্রাকৃতিক তার জন্য কোনো একক মানুষের মত বা বিধান অর্থহীন।

আমাদের মাঝে কেউ বলতে পারবে না, বা বিধর্মীও কেউ বলতে পারবে না যে, বেদ কবে সৃষ্টি হয়েছে! বেদ কবে লিখা হয়েছে বা বেদ কোন মানুষের দ্বারা তৈরি। বেদ স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী; বেদ স্বয়ং ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত; বেদ স্বয়ং ঈশ্বরের সংবিধান। কেউ বলতে পারবে না, বেদ কবে পৃথিবীতে আসছে! আর সনাতন ধর্মই কবে পৃথিবীতে আসছে? সেক্ষেত্রে পার্থক্যকারীকে আমিও বলতে পারি, "ধরে নিলাম আমি, শাস্ত্র মানব রচিত; তবে কুরাণ কি মানব রচিত নয়? ১৪০০ বছর আগে তো কুরাণ থাকতে পারতো; থেকেছে কি?"

কিন্তু আমাদের বেদ কবে সৃষ্টি হয়েছে কেউ জানে না। কারণ বেদ স্বয়ং ঈশ্বরের ফলস্বরূপ। তাই ৫নং পার্থক্য অহেতুক বাক্যলাপ।

*৬ নং পার্থক্যতে পার্থক্যকারী বলছে যে "হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থ কোনো সমস্যার সমাধান দিতে পারে না"

পার্থক্যকারী যে একটা মূর্খ; সেটা আবারো প্রমাণ হয়; পার্থক্যকারী এটা জানে না যে, গ্রন্থ আর শাস্ত্র আলাদা; পার্থক্যকারী অনুসারে, স্কুল, বিদ্যালয় এবং উপর লেভেলের বইগুলো কোন ধর্মের? (এখানে প্রশ্ন আসতে পারে)। শাস্ত্র সেটাই, যেটা ঈশ্বরের সৃষ্টি; আর গ্রন্থ সকল মানব সৃষ্টি; মানবের নিজের মত যুক্তির কথা; এখানে যেহেতু পার্থক্যকারী তার ধর্মের গ্রন্থ হিসেবে মানে, সেহেতু কথাতাই বোঝায় যায়, কোনটা মানব রচিত?

যাইহোক, আমি আমার কথায় ফিরে যাই।

সনাতন শাস্ত্র সমাধান দিতে পারে না, এমন কোন বিষয়ই নেই। এমনিতেই কি 'বেদ কে মানবজাতির সংবিধান বলা হয়?'

কারণ বেদ হচ্ছে মহান,যেখানে শুধু সনাতনের সংবিধানের কথা বলা হয় নাই; বরং মানব জাতির সংবিধান বলা হয়েছে; প্রত্যেকটা মানুষের জন্য পবিত্র বেদ; শুধুমাত্র সনাতনের জন্যই নয়। সনাতন ধর্ম একটি মহৎ ধর্ম।যে ধর্মে শুধু ধর্ম কে ধারণ করতে বলে না,পবিত্র বেদ আগে মানুষ হতে বলে।পবিত্র বেদ মানুষ হবার শিক্ষা দেয়; মানুষের চরিত্রগুণের শিক্ষা দেয়; মানুষের মনমানসিকতার শিক্ষা দেয়; মানুষের কর্মের শিক্ষা দেয়; মানুষের বিবেক বুদ্ধির শিক্ষা দেয়; মানুষের পুনঃ জীবন ধারণ,কর্ম,মুক্তি,ভক্তি,ধর্ম, সবকিছুর শিক্ষা দেয়। সনাতন অপেক্ষা মহৎ ধর্ম আর কোনটাই নেই বলে,আমরা সবাই মনে করি। সনাতন ধর্মকোন ধর্ম কে আঘাত করার শিক্ষা দেয় না; বরং সকল মানুষকে ভালোবাসতে বলে; বেদ_গীতা_উপনিষদে সবই আছে; পার্থক্যকারী নিজের মন মত ব্যাখ্যা দিয়েছে। বেদ মানবজাতির সংবিধান; গীতা তে সকল বিষয় বলা আছে; উপনিষদে সকল বিষয়ে বলা আছে; তবে পার্থক্যকারী কিভাবে বললো যে,"হিন্দুধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ কোনো সমস্যার সমাধান দিতে পারে না?"

আসুন জানি কিছু পবিত্র বেদের উপদেশ:-

যারা সংপথে কঠোর পরিশ্রম করেন এবং পরস্পরকে সহযোগিতা করে তাদেরকেই প্রভু সাহায্য করেন । [ঋগবেদঃ ৪.২৩.৭]

সংকর্ম মানুষকে দৃঢ় ও সাহসী করে । দেহ মনকে রোগ ও পাপ থেকে মুক্ত রাখে । সকল প্রতিকূলতার ওপর বিজয়ী করে । [ঋগবেদঃ ৫.১৫.৩]

হে মানুষ স্বনির্ভর হও ! বাইরের সাহায্যের দাসে পরিণত হয়ো না । [যজুর্বেদঃ ৬.১২]

হে মানুষ ! উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আন্তরিকতার সাথে পরিশ্রম করো । দারিদ্রতা ও অসুস্থতা তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে । [অথর্ববেদঃ ৬.৮১.১]

কখনো জুয়া খেলবে না । পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ ভোগ কর ও পরিতুষ্ট থাকো । পরিশ্রমলব্ধ সম্পদই সত্যিকারের সুখ দিতে পারে । [ঋগবেদঃ ১০.৩৪.১৩]

জীবনের প্রতিটি স্তরে সব ধরনের ঋণ থেকে মুক্ত থাকো । [অথর্ববেদঃ ৬.১১৭.৩]

হে নেতা ! হে পুরোধা ! নির্ভীকভাবে সত্য ভাষণের নৈতিক শক্তিতে তোমাকে বলীয়ান হতে হবে । [ঋগবেদঃ ৮.৪৮.১৪]

স্বনির্মিত সহস্র শৃংখলে মানুষ-ই নিজেকে বন্দী করে রেখেছে । [ঋগবেদঃ ৫.২.৭]

হে মানুষ ! ওঠো! দাড়াও ! পতিত হওয়া তোমার স্বভাবজাত নয় । জ্ঞানের আলোকবর্তিকা শুধুমাত্র তোমাকেই দেওয়া হয়েছে যা দিয়ে তুমি সকল অন্ধকূপ এড়িয়ে যেতে পার । [অথর্ববেদঃ ৮.১.৬]

এসব উপদেশ মানুষের সমস্যার সমাধান দিতে পারে না? তাছাড়া এগুলো সামান্য! বেদ-গীতা-উপনিষদে এসব সমস্যা সমাধানে ভরপুর। সেগুলো পোস্টের লাস্টে দিয়ে দিবো।

পার্থক্যকারী সেই হিসেবে যদি কিছু উদাহরণ দেখাতো; তবে মেনে নেওয়া যেতো। আর পার্থক্যকারী কখনই উদাহরণ দিতে পারবেও না। তাছাড়া বেদ-উপনিষদ-গীতা কে ফলো করে পৃথিবীতে এত মানুষ বেঁচে থাকতো না। তাই পার্থক্যকারীর ৬নং পার্থক্য পুরাপুরি ভুল প্রমাণ হয়।

*৭ নাস্তার পার্থক্য তে পার্থক্যকারী বলেছেন "হিন্দুধর্ম মানব রচিত ধর্ম"

আহা,কতসুন্দর কথা?তো কোন সে মানব সনাতনধর্ম রচিত করলো,পার্থক্যকারী চৌদপুরুষের ক্ষমতা নাই প্রমাণ করার।কারণ পৃথিবীর শুরু থেকেই সনাতন ধর্ম ছিলো এবং বর্তমানও আছে, ভবিষ্যৎ এও থাকবে; কারণ এটা স্বয়ং ঈশ্বর স্বীকৃত ধর্ম। আমি পার্থক্যকারীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললাম,সে যদি "হিন্দুধর্ম মানব রচিত",এবং কে সে রচায়ক?" ,সেটা দেখাতে পারে,তবে আমি অনায়াসে তার চরণ ধরে ক্ষমা চাইবো।

এবার আমি শাস্ত্রের ছায়াই আসছি।

স্মৃতি শাস্ত্র মতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে "সৃষ্টির প্রারম্ভে হিরণ্যগর্ভরূপে অবস্থিত সেই পরমাত্মা বেদ শব্দ হইতে অবগত হইয়া সকলের পৃথক পৃথক নাম, পৃথক পৃথক কর্ম, এবং পৃথক পৃথক বৃত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। সেই প্রভু কর্মের অঙ্গরূপে কথিত দেবগণ, প্রাণধারী ইন্দ্রাদিদেবগণের এবং সাধা-নামক সূক্ষ্ম দেববিশেষসমূহকে এবং জোতিষ্টোমাদি নিত্য যজ্ঞসকল সৃষ্টি করিলেন। তিনি অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য হইতে যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনের জন্য যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সামনায়ক সনাতন তিন বেদ দোহন করিলেন"

তবে এখান থেকে স্পষ্ট যে, বেদ স্বয়ং ঈশ্বরের তৈরি। ঈশ্বরের সংবিধান।

তাই ৭ম নাস্ত্রার পার্থক্য মনগড়া গাঁজাখোরি প্রমাণ হয়।

*৮ এখানে পার্থক্যকারী বললো যে "হিন্দুধর্ম নিদিষ্ট অঞ্চল এবং জাতির জন্য"

হাহাহাহ, পার্থক্যকারী যে, এখানে নিজের মন মতন ব্যাখ্যা দিয়েছে তা স্পষ্ট। মূর্ত্তার একটা সীমা থাকা উচিত; মূর্ত্ত হলেও এমন মূর্ত্ত হওয়া উচিত নয়; হিন্দুধর্ম যদি নিদিষ্ট অঞ্চল এবং জাতির জন্য হয়, তবে পার্থক্যকারী কে এখানে মেনে নিতে হবে যে, "যে অঞ্চলে হিন্দু আছে; সে অঞ্চলে অন্য ধর্মালম্বী থাক, সেটা পুরাই হিন্দু অঞ্চল তাই তো?" তাহলে গোটা পৃথিবীই হিন্দু অঞ্চল তথা সনাতন অঞ্চল।

তাহলে পৃথিবীর শুরুতে মানুষদের জন্য কোন ধর্ম সৃষ্টি হয়েছিল? তখন তো সবাই সনাতন ছিলো; আর সনাতন থেকেই সবকিছু ভাগ হয়েছে; আলাদা আলাদা ধর্ম হয়েছে। পার্থক্যকারী কে বলছি, আপনার চৌদ্দপুরুষের নাম বলুন, দেখি তো কয়টা মুসলিম বারায়? আমরা সবকিছুই জানি। আমরা আপনাদের মতন আর অনুভূতিতে আঘাত দিতে পারি না; তাই চুপ থাকি। কারণ আমাদের ধর্ম সেই শিক্ষা দেয় নি। আপনাদের হয়তো আপনাদের ধর্ম সেই শিক্ষা দিয়েছে।

*৯ এখানে বলা হইলো "হিন্দুধর্ম নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে।"

মূর্ত্তা আর কত? মূর্ত্তা আর কত দেখাবেন? সনাতন ধর্মে নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া আছে। যা বরং অন্যধর্মেই দেওয়া হয় নি। আমাদের ধর্মে তো আর মেয়েকে বরকা পরে ঘড়ে আটকিয়ে রাখতে বলে নাই!! নারীদের কম শিক্ষিত করতে বলে নাই! তবে নারীর প্রতি কিভাবে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হইলো?

আসুন সবাই দেখি আমাদের সনাতন ধর্মের শাস্ত্রে নারীকে কেমন অধিকার আর মূল্যায়ন দেওয়া হয়েছে!

মনু স্মৃতি: ৯.১১ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায়, স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায়, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন, পুষ্টি এবং গৃহের সকল প্রকার ব্যবস্থাপনায় নারীদের স্বায়ত্তশাসন ও কর্তৃত্ব প্রদান করতে হবে।

মনু স্মৃতি: ৯.১২ পুরুষদের দ্বারা (পিতা, স্বামী, পুত্র) নারীকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখা হলেও সে সুরক্ষিত নয়। নারীদের আবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে বৃথা নিরর্থক। নারীদের নিরাপত্তা শুধুমাত্র তার নিজের ক্ষমতা এবং মনোভাবের মধ্য দিয়ে আসে। এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করেছে যে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য নারীদের গৃহে বন্দি করে রাখার প্রচেষ্টা বৃথা, অনর্থক এবং অসমর্থন যোগ্য। বরং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে যাতে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে এবং অসৎ সঙ্গ দ্বারা ভ্রান্ত হওয়াকে উপেক্ষা বা এড়িয়ে যেতে বলেছে।

মনু স্মৃতি: ৯.৬ এমনকি দুর্বল স্বামীকেও তার স্ত্রীকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে।

মনু স্মৃতি: ৯.৫ নারী সর্বদা সকল প্রকার অসম্মতিত্ব, অনৈতিকতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কারণ নারী যখন চরিত্র হারায় তখন পুরো সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়।

মনু স্মৃতি: ৫.১৪৯ একজন নারীকে সর্বদা নিশ্চিত হতে হবে যে সে নিরাপদে আছে। তাকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান করার দায়িত্ব তার পিতা, স্বামী ও পুত্রের উপর বর্তায়।

মনু স্মৃতি: ৯.১৮ কোনো অযোগ্য ব্যক্তির কাছে জোরপূর্বক বিবাহ না দিয়ে বরং কন্যাকে অবিবাহিত রাখাই শ্রেয়।

মনু স্মৃতি: ৯.৯০-৯১ প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরে নারী তার নিজের জীবন সঙ্গী নিজে পছন্দ করে বেছে নিতে পারবে। যদি তার পিতা-মাতা তার জন্য যোগ্য পাত্র সন্ধানে ব্যর্থ হয় তাহলে সে নিজেই নিজের পাত্র বেছে নেবে। তাই কন্যার জীবন সঙ্গী নির্ধারণ করবে তার পিতামাতা এই ধারণা মনু বিরুদ্ধ, একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে তার জীবনসঙ্গী বেছে নেবার। পিতামাতা বিবাহের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী নয়।

মনু স্মৃতি: ৯.১৩০ একজন কন্যা একজন পুত্রের সমতুল্য। তার বর্তমানে কিভাবে সম্পত্তির উপর তার অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে।

মনু স্মৃতি: ৯.১৩১ মায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর কেবল শুধুমাত্র কন্যারই অধিকার আছে।
মনু স্মৃতি: ৮.৩২৩ যারা নারী অপহরণ করবে তাদেরকে মৃত্যু-দণ্ডিত করতে হবে। মনু স্মৃতি: ৯.২৩২ যারা নারী, শিশু অথবা স্ত্রী তপস্বীদের হত্যা করবে তাদের কঠিনতম শাস্তি প্রদান করতে হবে। মনু স্মৃতি: ৮.৩৫২ যারা নারী ধর্ষণ অথবা উৎপীড়ন করবে অথবা যৌন হয়রানি করবে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে যা দেখে অন্যদের মাঝে ভয় জন্মাবে এবং এমন অপরাধ করার চিন্তাও করবে না।

আরো একরম শত শত নারীদের জন্য সনাতনধর্মে জন্য সুষ্ঠু-সুন্দর বিধান দিয়েছে।
তাই ৯নাম্বার কথাটা অযথা বাক্যলাপ।

*১০ নাম্বারে পার্থক্যকারী বলেছেন "হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ শিখতে পারে না"

পুরা হাস্যকর একটি বিষয়। প্রথমশ্রেণীর ছাত্ররা এরচেয়ে বেশী স্ত্রী।
শিক্ষা কি? শিক্ষা মূলত কোনকিছুর বিষয় থেকে তথ্য জ্ঞান লাভ। জ্ঞান শিক্ষা সবার জন্য। শিক্ষা সবাই লাভ করে।
কে শিক্ষা লাভ করে না?
বেদ-গীতা-উপনিষদ মতে সনাতনধর্মে কর্মভেদে 'বর্ণ' চার প্রকার। চার বর্ণ কে চার কর্মে বিভক্ত করা হয়েছে। আসুন জানি এই চার বর্ণ সম্পর্কে পবিত্র বেদ কি বলেছে :-

ব্রাহ্মণ = 'যে ঈশ্বরের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত, অহিংস, সৎ, নির্ভাবান, সুশৃঙ্খল, বেদ প্রচারকারী, বেদ স্ত্রী সে ব্রাহ্মণ।' (ঋগবেদ ৭.১০৩.৮)

ঋত্রিয় = 'দৃঢ়ভাবে আচার পালনকারী, সৎ কর্ম দ্বারা শুদ্ধ, রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন, অহিংস, ঈশ্বর সাধক, সত্যের ধারক ন্যায়পরায়ণ, বিদ্রোহমুক্ত ধর্মযোদ্ধা, অসৎ এর বিনাশকারী সে ঋত্রিয়।' (ঋগবেদ ১০.৬৬.৮)

বৈশ্য = 'দক্ষ ব্যবসায়ী, দানশীল চাকুরীরত এবং চাকুরী প্রদানকারী।' (অথর্ববেদ ৩.১৫.১)

শূদ্র = 'যে অদম্য, পরিশ্রমী, অক্লান্ত জর্য যাকে সহজে গ্রাস করতে পারেনা, লোভমুক্ত কষ্টসহিষ্ণু সেই শূদ্র।' (ঋগবেদ ১০.৯৪.১১)

কতসুন্দর বেদবাক্য! বেদবিধি! কতসুন্দর ভাবে চারবর্ণ কে ভাগ করে দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হইলো 'এই চারবর্ণে কি এমন শিক্ষা লাভ করতে পারে না?' স্ত্রীরা তো অবশ্যই বুঝবেন যে, চারটি বর্ণেই যথেষ্ট জ্ঞানলাভের বিষয় আছে। একজন ব্রাহ্মণ বেদ জ্ঞান লাভ করবে তথা শিক্ষা নিবে, সেটা প্রচার করবে; একটা ঋত্রিয় রাজনৈতিক সমাজপরিকল্পনা মূলক জ্ঞান নিবে তথা শিক্ষা নিবে, শাস্ত্রজ্ঞান নিবে; একজন বৈশ্য ব্যবসা মূলক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবে তথা শিক্ষা লাভ করবে, শাস্ত্র শিক্ষা নিবে; একজন শূদ্র পরিশ্রম বিষয়ক জ্ঞান নিবে তথা শিক্ষা নিবে, শাস্ত্র পড়বে শিক্ষা নিবে; তো পার্থক্যকারী কে বলছি, এখানে শুধু ব্রাহ্মণরা শিখতে পারে? আর সব কি মূর্থ নাকি? আপনার কথায় তো আপনি মূর্থ; এরকম লো লেভেলে স্ত্রীদের আমি 'অনুপ চক্রবর্তী' মূর্থই বলি।

তাই ১০নাম্বারও ফালতু বকওয়াস!

*১১ নাম্বারে পার্থক্যকারী বলেছেন "হিন্দুধর্ম আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য"

এবারে পার্থক্যকারীর মূল জ্ঞান এবং উদ্দেশ্য বোঝা গেছে। এটাও বোঝা গেছে যে, তিনি শুধু নিজের ধর্মের দিক টেনেছেন। এবং তার কাছে নিজ ধর্ম বাদে সব আলাদা। পার্থক্যকারী নিজেই জানে না যে, একটার সাথে একটার তুলনা দেখায়তে হইলে কি স্পষ্ট অনুযায়ী কথা বলতে হয়।

একটা উদাহরণ দেই পাঠকবৃন্দ, ধরুন আপনাকে বলা হয়েছে TDM এবং FDM এর মাঝে পার্থক্য দেখায়তে (আমি কম্পিউটারের ছাত্র, তাই এই পার্থক্য আনলাম)। তো আপনি পার্থক্য বিষয়ে একটি পার্থক্য লিখলেন যে, 'TDM মডুলেশন করার প্রয়োজন হয়' আর 'FDM এ মডুলেশন করার প্রয়োজন হয় না'।

মূলত পার্থক্য এটাকেই বলে, পার্থক্যের মূলবিষয় হচ্ছে আলোচনা এবং সঠিক ব্যবহার ইত্যাদি। FDM এ আমি পার্থক্য গিয়ে বলতে পারবো না যে 'মডুলেশনের কাছে FDM গ্রহণযোগ্য না', এটা বলা মানেই মূর্থামি; কারণ FDM এ কোনরকম মডুলেশনের প্রয়োজনই হয় না। ফটোর পার্থক্যকারীর অবস্থা প্রায় সেইরকম। সেই হিসেবে আমিও বলতে পারি যে 'হিন্দুধর্মে আল্লাহের প্রয়োজন হয় না' □

আমি এটাও বলছি না যে ইসলাম মনগড়া। কারণ আমি পার্থক্যকারীর পার্থক্য ভুল প্রমাণিত করছি মাত্র। আমি তার ধর্মের ব্যাখ্যা টানতে গ্রন্থ টানতে ইচ্ছুক নই। আমার সনাতনধর্ম সম্পর্কে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, আমি তার সঠিক প্রতিউত্তর

দিবো। আমার কাজ হবে না যে "প্রতিউত্তর বাদ দিয়ে অন্যধর্মের সমালোচনা"। যাইহোক, পার্থক্যকারী বললেন যে 'হিন্দুধর্ম আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য'। তো আল্লাহ কে? আমরা কি আল্লাহকে মানি নাকি?; আপনার আল্লাহের কাছে আমাদের ধর্ম অগ্রহণযোগ্য হইলো নাকি গ্রহণযোগ্য হইলো, সেটা দেখে আমরা কি করবো? আপনি পার্থক্য নির্ণয় করতে বসছেন, নাকি আপনার আল্লাহর কথা শুনাইতে বসছেন? আপনি যদি এটা বলতেন যে, "হিন্দুধর্ম তার নিজের ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণযোগ্য"। তবে সে বিষয়টা অন্যরকম ছিলো। আর আপনি কখনোই প্রমাণ করতে পারবেন না যে, 'আমরা আমাদের ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণযোগ্য'। আমরা ঈশ্বরের অমৃত সন্তান। ঈশ্বরের কাছে আমরা বড়ই মহানের। কারণ মানুষ সৃষ্টির সেরাজীব।

তাই পার্থক্যকারীর ১১নাম্বার পার্থক্য পুরাই ফালতু।

১২নাম্বারে পার্থক্যকারী বলেছেন 'হিন্দুধর্ম মানুষকে অন্ধকারের পথ দেখায়'

তবে পার্থক্যকারী কে প্রশ্ন করছি 'পৃথিবীর তৃতীয় বড় ধর্ম লিস্টে সনাতন ধর্ম কেনো?। যদি সনাতনই অন্ধকারের পথ দেখায় তবে মানুষ সনাতন ধর্মে পরে আছে কেনো? মানুষ সনাতনধর্মে কনভার্ট কেনো হচ্ছে? সনাতন ধর্মের মানুষ কি শিক্ষিত না? হ্যাঁ আমরা না হয় মাদ্রাসায় পড়ি না। মাদ্রাসার মতন জ্ঞানের জায়গায় শিক্ষা লাভ করতে পারি না □(হাসি আসলো তাই ইমুজি দিলাম)। তাইবলে তো আমরা অশিক্ষিত নই? আমরাও পড়ালিখা করি। আমাদের জ্ঞান তো মাদ্রাসার শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ নয়। আমরা বিজ্ঞান বুঝি। সনাতন ধর্ম যদি অন্ধকারের পথ দেখায়, তবে উচ্চপদের উচ্চশিক্ষিতরা কেনো সনাতন ধর্ম আঁকড়ে বেঁচে আছে? তাদের কি জ্ঞান নাই? নিজেকে আপনি কি মনে করেন? নিজে জ্ঞানী; আর সকলে কুয়ার ব্যাঙ?

আচার্য মহেন্দ্রপালের নাম হয়তো অনেকেই শুনেছেন। তিনি ৩০ বছর যাবত মসজিদের ইমাম ছিলেন। তারপর সে তার ভুল বুঝতে পেরে আবার সনাতন ধর্মে ফিরে এসেছে এবং ১০ হাজার অধিক বিধর্মী, সনাতন ধর্মে ফিরিয়ে এনেছে। কেনো মহেন্দ্রপাল তার ধর্ম ছেড়ে সনাতনধর্মে আসলো? অন্ধকারে পথ দেখায় তাই ফিরে এসেছে? মূর্খ! গীতা যারা ভাষ্য করেছে; আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি সবাই সনাতন ধর্মে ফিরে এসেছে। কারণ সনাতন ধর্ম - কর্ম, মুক্তি, ভক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, একটা মানুষের পুনর্জন্ম জীবনের সকলকিছুর বিধান দেয়। কর্ম দেয়, ভক্তি দেয় মুক্তি দেয়। তাই ১২নাম্বার পার্থক্যও আমি ফালতু মনে করি।

*১৩ নাম্বার পার্থক্যতে পার্থক্যকারী বলেছেন "হিন্দুধর্ম মানুষকে শয়তানের সাথে সম্পর্ক করে দেয়, যেমন শিরক মূর্তিপূজা"

আমি প্রথমে বলবো 'শয়তান' বিষয়ে। মূলত শয়তান শব্দের অর্থ 'ঈশ্বর বিদ্বেশী, পাপাত্মা (পাপে ভরা আত্মা)। পার্থক্যকারী বললেন হিন্দুধর্ম মানুষকে ঈশ্বরবিদ্বেশী, পাপাত্মার সাথে সম্পর্ক করায় দেয়। আমি পার্থক্যকারীর কাছে প্রশ্ন রাখছি, 'সনাতন শাস্ত্রে দেখায়তে পারবেন যে, ঈশ্বরের বদলে ঈশ্বরবিদ্বেশীর সাথে সম্পর্ক করায় দেয়?'

আপনার সেই ক্ষমতা নেই দেখানোর। আপনি পুরাপুরি নিজের ভাষ্যমতে পার্থক্য করে গেলেন, যার কোন সাধারণ যুক্তি নাই। আমি 'অনুপ চক্রবর্তী' এসবকে সর্বদা কুকুরের ঘেউ ঘেউ মনে করি। সনাতন শাস্ত্র মতে আত্মা পবিত্র। আত্মাতে স্বয়ং ঈশ্বর বাস করেন। সেইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন "জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"। কারণ আত্মাতেই ঈশ্বরের বাস। মানুষ শয়তান হতে পারে তার চরিত্রগুণে। শয়তানের চেয়ে ভয়ংকর হতে পারে চরিত্রগুণে। নিজে খারাপ হওয়ার কারণে নিজের চরিত্র দূষিত হয় নিজ আত্মা দূষিত হয়, ঈশ্বর রুষ্ট হন, শাস্তি দেয়। পার্থক্যকারী! আপনাদের ধর্ম মতে যে 'শয়তানের' বর্ণনা, সেই হিসেবে শয়তান তো অলৌকিক ক্ষমতাবান, মানব হতে অধিক শক্তিশালী। তবে মানুষ তা হয় না তো!! মানুষ তো সাধারণই হয়। তাহলে মানুষকে শয়তান বলেন কোন আক্কেলে? আপনি কাকে শয়তান বলবেন নাকি অন্যকিছু বলবেন সেটা আপনার বিষয় পুরাপুরি। অন্যএকজন ধার্মিক কে ধর্মের দোহায় দিয়ে শয়তান বলা তো মূর্খামি।

আপনি উদাহরণ হিসেবে দিয়েছেন "শিরক মূর্তিপূজা"।

শিরক শব্দের অর্থ মিশ্রণ বা সংযুক্ত। সনাতনীরাতো মূর্তিপূজা করে না; বরং প্রতিমাপূজা করে। আমাদের ধর্মে বিধান আছে জগুই করে। সেটা আপনার বিষয় আসছে না তো? আপনার কাজ পার্থক্য দেখানো, পার্থক্য দেখাবেন। নিজের ধর্মের নিয়ম শৃঙ্খলা অন্যধর্মকে বয়ান দিয়ে তো কোন লাভ নেই। ফেরঘুরে একি কথায় দাঁড়ালো 'কুকুরের ঘেউ ঘেউ'।

*১৪নাম্বার পার্থক্যকারী পার্থক্যতে বললেন "হিন্দুধর্ম মানুষকে গোলামির জিপ্সিরে আবদ্ধ করে যেমন জাত-পাত প্রথা।"

পার্থক্যকারীর লিখার স্টাইল ধরন দেখলেই বোঝা যায়, সে কতটা শিক্ষিত!। পার্থক্যকারী হয়তঃ ভুলে গেছেন যে, কোনো কথা শেষ হইলে সেখানে দাড়ি (।) দিতে হয়। তাই 'আবদ্ধ করে' তারপরে দাড়ি (।) হবে। যাইহোক সনাতন

ধর্ম মানুষকে গোলাম বানায় উদাহরণ হিসেবে বলেছে 'জাত-পাত প্রথা'। জাত তো বুঝলাম আমি; কিন্তু 'পাত'টা কি সেটা বুঝলাম না!। আর জাত বলতে বোঝায় একটা বংশ কিংবা একটা গোষ্ঠী। সনাতনের মধ্যে কোন আলাদা আলাদা ধর্মীয় স্বীকৃত জাত নেই। তবে ৪টি বর্ণ আছে। তাই এখানে 'বর্ণপ্রথা' গ্রহণযোগ্য; 'জাতপ্রথা' গ্রহণযোগ্য না। যাইহোক, পাঠ্যবন্দ খেয়াল করে দেখুন উনি জাত-পাতের পর 'প্রথা' শব্দটি ব্যবহার করেছে। এখানেই কিন্তু বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়। 'প্রথা' মূলত রীতিনীতি ভাবে চলে আসা সামাজিক অনুষ্ঠান বা নিয়ম-আচার ইত্যাদি অনেককিছুই হয়। যার বেশীভাগই কুসংস্কার বটে। কিছু প্রথা শাস্ত্র থেকে পাওয়া যায়; আর বেশীভাগই অশাস্ত্রীয়। যেমন 'সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ' ইত্যাদি। এগুলো কিন্তু সংস্কার হয়ে গেছে। কারণ মানুষ এখন জ্ঞানী; সকলেই শাস্ত্র পড়ে। তাই জাত প্রথাটাও সমাজ থেকে প্রায় বিলুপ্ত; কারণ সকলেই শাস্ত্রের ছায়াতলে এসেছে। আর আমি উপরেই *১০নং* পার্থক্যে বৈদিক বেদ ভাষায় দেখিয়ে দিয়েছি কোন বর্ণের কি কর্ম। ওখানে দাসের কিছু পায় নি। কোন প্রথা কে গুরুত্ব দিয়ে সনাতনধর্মে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে মূর্খামি। আমি 'অনুপ চক্রবর্তী' এসবকে মূখি বলি। চলুন দেখি তো আমাদের বৈদিক বেদ ভাষা ঈশ্বরের প্রতি দাসত্ব কিংবা ঈশ্বর কাওকে অন্ত্রের দাসত্ব করতে বলছে কিনা :-

মহাপ্রভুর দৃষ্টিতে কেউই বড় নয়, কেউই ছোট নয়, সবাই সমান । প্রভুর আশীর্বাদ সবারই জন্ম । [ঋগবেদ: ৫.৬০.৫]

হে মানুষ স্বনির্ভর হও ! বাইরের সাহায্যের দাসে পরিণত হয়ো না । [যজুর্বেদ: ৬.১২]

এখানে স্পষ্ট যে ঈশ্বর কাওকে কারোর দাস হতে বলে নি। নিজেকে বরং স্বনির্ভর হতে বলেছে এবং সবাইকে সমান চোখে দেখেছে। কত সুন্দর ঈশ্বরের বানী! মনটায় আমার ভরে যায়।

তাছাড়াও বেদে আছে :-

হে প্রাণ! যেমন দুলোক পৃথীলোককে ভয় করে না এবং হিংসাও করে না তেমনি তুমিও ভয় করিও না। (অর্থববেদ: ২/১৫/১)

হে প্রাণ! দিন রাত্রিকে যেমন ভয় করে না ও হিংসা করে না, তেমন তুমিও ভয় করিও না। (অর্থববেদ: ২/১৫/২)

হে প্রাণ! সূর্য ও চন্দ্র যেমন ভয় করে না, হিংসাও করে না তেমন তুমিও ভয় করিও না। (অর্থববেদ: ২/১৫/৩)

হে প্রাণ! সত্য ও সরলতা যেমন ভয় করে না ও হিংসাও করে না। তুমিও ভয় করিও না। (অর্থববেদ: ২/১৫/৫)

হে প্রাণ! ভূত ও ভবিষ্যৎ যেমন ভয় করে না ও হিংসা করে না। তেমন তুমিও ভয় করিও না। (অর্থববেদ: ২/১৫/৬)

তাহলে এখানেও স্পষ্ট যে, সনাতনধর্মে শাস্ত্র মতে কোন ভয় পাবার বা দাসত্ব করার বিষয় নেই।

এবার আসছি সর্বশেষ নাম্বার পার্থক্যেতে।

*১৫নাম্বারে পার্থক্যকারী বলেছেন "হিন্দুধর্ম অশ্লীলতার শিক্ষা দেয়"।

এবারে পার্থক্যকারী আর উদাহরণস্বরূপ কিছু দিতে পারে নি। কারণ তার সেই যোগ্যতা নেই যে, অশ্লীলতা দেখাবে!। আর সনাতন ধর্মে কোন অশ্লীলতার স্থানও নেই। সনাতন ধর্মের মানুষ অশ্লীলতা করে বেরায়ও না।

পাঠ্যবন্দ চলুন, আমরা আবার একটু পবিত্র বেদ বানী শুনি। ঈশ্বরের উপদেশ শুনি,

হে নেতা ! হে পুরোধা ! ঈশ্বরের গুণাবলীতে গুণান্বিত হও । [যজুর্বেদ: ১.১৮]

অলস মস্তিস্ক কু-চিন্তার সহজ শিকার । [ঋগবেদ: ১০.২২.৮]

মন চলে যায় আকাশে, পাতালে, পাহাড়ে, সাগরে । মনকে নিয়ে আসো নিজেরই অন্তরে, যেন তা থাকে তোমারই নিয়ন্ত্রণে । [ঋগবেদ: ১০.৫৮.২]

হে নেতা ! হে পুরোধা ! পাহাড়ের মত দৃঢ় ও অজেয় হও । কর্তব্য পালনে সব-সময় অবিচল থাকো । [যজুর্বেদঃ ১২.১৭].

কর্কশ স্বরে কথা বলো না, তিক্ত কথা যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে না যায় । [যজুর্বেদঃ ৫.৮]

সত্যিকারের ধার্মিক সব সময় মিষ্টভাষী ও অন্যের প্রতি সহমর্মী । [সামবেদঃ ২.৫১]

সমাজকে ভালোবাসো । ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও । দুর্গতকে সাহায্য করো । সত্য ন্যায়ের সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা রাখার শক্তি অর্জন করো । [ঋগবেদঃ ৬.৭৫.৯]

নিঃশর্ত দানের জন্য রয়েছে চমৎকার পুরস্কার । তারা লাভ করে আশীর্বাদ ধন্য দীর্ঘ জীবন ও অমরত্ব । [ঋগবেদঃ ১.১২৫.৬]

নিজের শত্রুকে বিনাশে সক্ষম এমন উপদেশাবলির প্রতি মনযোগী হও । [যজুর্বেদঃ ৬.১৯]

ধনুকের তীর নিষ্ক্ষেপের ন্যায় হৃদয় থেকে ক্রোধকে দূরে নিষ্ক্ষেপ করো । তাহলেই তোমরা পরস্পর বন্ধু হতে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে । [অথর্ববেদঃ ৬.৪২.১]

জীবনের প্রতিটি স্তরে অনিয়ন্ত্রিত রাগ-ক্রোধ থেকে দূরে থেকো । [সামবেদঃ ৩০৭]

একজন নিরীহ মানুষের ক্ষতি যে করে সে মানুষ নয়, সে হয়েনা । তার কাছ থেকে দূরে থাকো । [ঋগবেদঃ ২.২৩.৭]

ঈর্ষা থেকে হৃদয়কে মুক্ত করো । সহিংসতা থেকে বিরত থাকো ।
[সামবেদ-২৭৪]

যে ক্ষুধার্ত সঙ্গীকে অভুক্ত রেখে একাই ভূরিভোজ করে এবং যে স্বার্থপর তার সাথে কখনো বন্ধুত্ব করো না ।
[ঋগবেদ-১০.১১৭.৪]

হে মানবজাতি ! তোমরা সম্মিলিতভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হও । পারস্পরিক মমতা ও শুভেচ্ছা নিয়ে একত্রে পরিশ্রম করো । জীবনের আনন্দে সম-অংশীদার হও । [অথর্ববেদ-৩.৩০.৭]

হে মানুষ ! সুমম জীবনাচার অনুসরণ করো । ধরিত্রী থেকে আহত খাবার ও পানীয় সমভাবে বন্টন করো, একটি চাকার শিকগুলো সমভাবে কেন্দ্রে মিলিত হলে যেমন গতির সন্ধান হয়, তেমনি সাম্য-মৈত্রীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হও । তাহলে অগ্রগতি অবধারিত । [অথর্ববেদ-৩.৩০.৬]

সবুজ উপত্যকার নির্জনতায় ঋষিরা লাভ করেন সত্ত্বা / প্রজ্ঞা । [ঋগবেদ - ৮.৬.২৮]

সত্যকে তিনি-ই উপলব্ধি করেছেন , যিনি জানেন দৃশ্যমান সূতোর ভেতরে প্রবহমান রয়েছে অদৃশ্য সূতো । [অথর্ববেদ-১০.৮.৩৭]

একজন সমর্পিতের মতো বাঁচো এবং কাজ করো । তাহলেই তুমি পরিতৃপ্ত সফল জীবনের অধিকারী হতে পারবে । অমর হতে পারবে । [অথর্ববেদ- ১৫.১৭.১০]

স্বর্গীয় জ্যোতি ও আনন্দ উপলব্ধির প্রতীক ‘ওম’ স্পাপিত হোক তোমার হৃদয়ে অনন্তকালের জন্য । [যজুর্বেদঃ ২.১৩]

এবং সেই ঈশ্বরের প্রতি আমরা স্বীকার করছি,

আদিতে তিনি-ই ছিলেন । সৃষ্টির সবকিছুর উৎসও তিনি-ই । সমগ্র অস্তিত্বের তিনি-ই প্রভু । আকাশ ও ভূ-মন্ডলে বিরাজমান সবকিছুর তিনি-ই লালনকারী । অন্য কারো কাছে নয়, শুধুমাত্র সেই মহাপ্রভুর কাছেই আমাদের সবকিছু সমর্পন করছি । [অথর্ববেদ- ৪.২.৭]

হে প্রভু ! আমরা শুধু তোমারই মহিমা স্বরণ করি, তোমারই জয়গান গাই । প্রভু হে ! আমাদের সর্বোত্তম আত্মিক পথে, আলোকিত পথে পরিচালনা করো । আমরা যেন সব-সময় সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকে অনুধাবন করতে পারি । [ঋগবেদঃ ৩.৬২.১০]

সত্যজ্ঞানী তিনিই, যিনি জানেন ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় । তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্ব বিষয়ে একক ক্ষমতার অধিকারী । প্রাণ এবং নিষ্প্রাণের সব-কিছুই তার নখদর্পণে । সকল ক্ষমতার কেন্দ্র তিনি একক অনন্য । [অথর্ব বেদঃ ১৩.৫.১৪-২১]

অনন্ত প্রশান্তির জন্য আমরা মহাপ্রভুর ধ্যান করি । [অথর্ববেদ-১৯.৯.৪]

এসো প্রভুর সেবক হই ! গরীব ও অভাবীদের দান করি । [ঋগবেদঃ ১.১৫.৮]

স্রষ্টা প্রেমের অমিয়ধারা প্রবাহিত হোক আমাদের অন্তরে, আমাদের শিরায় শিরায় । তাহলেই আমরা সকল প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাড়াতে পারব প্রশান্ত হৃদয়ে । [ঋগবেদঃ ৮.৩২.১২]

হে প্রভু ! সামর্থ্য দাও উদ্দীপনাময় সুন্দর ও সাবলীল কথা বলার । [ঋগবেদঃ ১০.৯৮.৩]

বিশ্বাসীর হৃদয়েই প্রভু বসবাস করেন । আমাদের দেহই হোক প্রভুর মন্দির । আমরা যেন চিরদিন তাঁর সত্যিকারের সেবক/উপাসক হিসেবে থাকতে পারি । আমাদের জীবনের সকল অর্জন তার চরণে সমর্পণ করতে পারি । [ঋগবেদঃ ১.৯১.১৩]

সর্বশেষ একটাই কথা "সনাতন ধর্ম মহৎ ধর্ম; যা সৃষ্টির শুরুতেও ছিলো; এবং পৃথিবী ধ্বংসের সময়ও থাকবে।"

আমার প্রায় ২দিন গেছে; এই পোস্টটির প্রতিউত্তর দিতে। আমি চাই আপনারা এ পোস্টটি বেশী বেশী শেয়ার করুন। যাতে আমাদের গ্রুপ থেকে সবাই আরো লিখার উৎসাহ পায়।

সর্বশেষ আমার ঈশ্বরের প্রতি প্রণাম :- নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে । নিবেদয়ামি চাক্সানং স্বং গতিঃ পরমেশ্বর ।।

ওঁ নমঃ শিবায়ঃ

জয় বেদ মাতা।

হর হর মহাদেব।

(বানানে ভুল থাকলে ক্ষমা প্রার্থী)

<https://www.facebook.com/sonatondharmo.blogspot/>